সংবাদ

15 MAR 2017
22 2

কাউনিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুই শিক্ষক দিয়ে চলছে ১৩৫ শিক্ষার্থীর পাঠদান

প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ (ঢাকা)

মাত্র দুই জন শিক্ষক দিয়ে চলছে বারুয়াখালী ইউনিয়নের ৬ নং কাউনিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রথম শিফটে শিশু শ্রেণি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ক্লাস চলে থাকে। দ্বিতীয় শিফটে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস চলে। মাত্র দুই জন শিক্ষকের মধ্যে প্রতি শিক্ষক প্রথম শিফটে চার পিরিয়ড ও দ্বিতীয় শিফটে ছয় পিরিয়ড ক্লাস নিতে হিমশিম খাচ্ছেন। যার ফলে ভালোভাবে পাঠদান দিতে পারেন না। এতে দিন দিন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে এ স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

শিক্ষার পরিবেশ না থাকায় দিন দিন কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

স্কুল সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে একটি পাক-প্রাথমিক পদ, প্রধান শিক্ষকের একটি পদ ও সহকারী শিক্ষকরে পাঁচটি পদসহ মোট সাতটি পদ রয়েছে। এর ভেতর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি একজন শিক্ষক সেচ্ছায় অবসর গ্রহন করেন। বর্তমানে সহকারী শিক্ষকসহ তিনটি পদ শূন্য রয়েছে। আবার দুই জন শিক্ষক মো: আবজাল হোসেন ও বিউটি সাহা ডেপুটেশনে রয়েছেন। এখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পাক-প্রাথমিকের শিক্ষক মিলে বিদ্যালয়ের পাঠদানের কার্যক্রম চালাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক মাসিক সমন্বয় মিটিং ও জরুরি প্রয়োজনে উপজেলা সদরে গেলে তখন একজন শিক্ষক দিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে হয়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক সংকটের কারণে নামমাত্র লেখাপড়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা আসে আর যায়। শিক্ষক না থাকায় ক্লাস চলাকালিন সময়ও তারা বাহিরে খেলাধূলা করছে।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আবির হোসেন বলেন, আমাগো স্যার নাই ঠিক মত লেখাপড়া করতে পারি না। স্যার নাই তাই ফোর আর ফাইভ একলগে ক্লাস করি। সামনে আমাগো পরিক্ষা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাশিদা পারভীন জানান, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ১৩৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে দুই জন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বাধ্য হয়ে একই কক্ষে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর একত্রে পাঠদান দিচ্ছি এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে জরুরি ভিত্তিতে চাহিদা মোতাবেক শিক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষকের ঘাটতি থাকায় শিক্ষার্থীরা অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছে।

বিল্লাল হোসেন নামে একজন অভিবাবক বলেন, স্কুলে যদি স্যার না থাকে তাইলে কিভাবে লেখাপড়ার মান ভাল হবে। আমাদের ছোট ছেলে মেয়েরা এমনিতে লেখাপড়া করতে চাই না। তার উপর শিক্ষক সংকট, অতিদ্রুত সরকারের এই স্কুল ও শিক্ষক সংকটের প্রতি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা নাহলে আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি কাজী সালাহ্উদ্দিন বিদ্যুৎ বলেন, আমি মৌখিক ও লিখিতভাবে অনেক বার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

নবাবগঞ্জ উপজেলা উপজেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জেসমিন আক্তার বলেন, পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একাধিকবার বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষককে ওই বিদ্যালয়ে সংযুক্ত (ডেপুটেশন) করা হলেও রাজনৈতিক বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদবির নিয়ে সুবিধাজনক বিদ্যালয়ে তারা চলে যান। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষকের চাহিদা পাঠানো হয়েছে।